যায়যায়দিন

তারিখ 17 APR 2008

টি প্রডাকশন অ্যান্ড টেকনলজি

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ডিপার্টমেন্ট

সিলেট অফিস ও সিকৃবি সংবাদদাতা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) টি প্রডাকশন অ্যান্ড টেকনলজি নামে নতুন একটি ডিপার্টমেন্ট চালু হচ্ছে। কৃষি অনুষদের আওতাধীন এ ডিপার্টমেন্ট চালুর বিষয়টি এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হয়েছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা দাড়াবে ৪৩-এ।

বাংলাদেশের চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নতুন এ ডিপার্টমেন্ট চালু হচ্ছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশে সব মিলিয়ে ১৫৮টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ চা বাগান সিলেট বিভাগে অবস্থিত। মৌলভীবাজারেই রয়েছে সর্বোচ্চ ৯১টি চা বাগান। এছাড়া সিলেটের ২০ এবং হবিগঞ্জে ২৩টি চা বাগান রয়েছে। এসব চা বাগান বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দেশের চা বাগানগুলোকে চারটি ভ্যালিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সিলেট জোন নিয়ে সুরমা ভ্যালি, চট্টগ্রাম জোনের হালদা ভ্যালি, কুমিল্লা ভ্যালি ও করতোয়া ভ্যালি। সিলেট অঞ্চলের ভ্যালিতে বিভিন্ন রোগের কারণে চা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। একই অবস্থা বিরাজ করছে দেশের অন্য ভ্যালিগুলোতেও। এ প্রেক্ষাপটে সিকৃবিতে নতুন এ বিভাগ চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

যায়যায়দিনের সঙ্গে আলাপকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ ইকবাল হোসেন জানান, দেশের উত্তর-পূর্বকোণে অবস্থিত সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের চতুর্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে নতুন এ ডিপার্টমেন্ট খোলার সিদ্ধান্ত বেশ গুরুত্ববহ। কারণ সিলেটের মাটির গুণগতমান দেশের অন্য এলাকা থেকে যথেষ্ট ভিন্নতর। এখানে চাসহ অত্যন্ত উন্নতমানের কমলা লেবু চাষ করা সম্ভব। অন্যদিকে এ অঞ্চলে প্রতি মৌসুমে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ না করে অনাবাদি ফেলে রাখা হয়। এ অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে পারলে দেশের বর্তমান খাদ্য ঘাটতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষাপটে নবপ্রতিষ্ঠিত সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চা উৎপাদনসহ খাদ্যশস্য, গবাদিপশু, হাস-মুরগি ও বিস্তীর্ণ হাওর এলাকায় মৎস্য চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। আর এ লক্ষ্যেই নবপ্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানসম্মত করে গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।